দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 29 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ২ ...

উচ্চশিক্ষা ও বাজেট : ইতিবাচক সম্পর্ক স্থাপন প্রয়োজন

মো. আসাদুল্লাহ

জাতীয় সংসদের চলতি অধিবেশনেই আগামী অর্থ বছরের জন্য জাতীয় বাজেট পাস হবে। জাতীয় বাজেটের আকার প্রতি বছরই বাড়ছে। সে হিসেবে উচ্চশিক্ষায়ও যে বাজেট বরাদ্দ বাড়বে তাতে সন্দেহ নেই। তবে এই বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি দেশের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থানকে নিশ্চিত করতে পারে না। প্রচলিত আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী যে কোনো দেশের শিক্ষা খাতে জিডিপির ৬ শতাংশ বা জাতীয় বাজেটের ২০ শতাংশ পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করার কথা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল জাতীয় বাজেটের ১১.৭ শতাংশ এবং জিডিপির ২.২ শতাংশ। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিলো জাতীয় বাজেটের ১১ শতাংশ ও জিডিপির দুই শতাংশের সামান্য বেশি। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা খাতে মঞ্জুরির পরিমাণ ছিল শিক্ষা বাজেটের এবং জাতীয় বাজেটের যথাক্রমে ৫.৯২ ও ০.৭২ শতাংশ (বিমক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪)। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৩৯০.৬৯ কোটি টাকা।

সরকারি মঞ্জুরিই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অর্থ প্রাপ্তির মূল উৎস। সরকার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য যে বরাদ্দ দেয়া হয়ে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সরকারের বরাদ্দকৃত অর্থের সিংহভাগ চলে যায় শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বাবদ। বাকি টাকা ব্যয় হয় আনুষঙ্গিক কাজে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বেতনভাতাদি ও পেনশন খাতে ব্যয় হয়েছে মোট ব্যয়ের ৭২%। সাধারণ আনুষঙ্গিক ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয় হয়েছে ১৬% এবং শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে ব্যয় হয়েছে ১২% (বিমক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪)। অর্থ সংকটে অনেক যুগোপযোগী গবেষণাও করা সম্ভব হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কাজ শুধু পাঠদান তথা জ্ঞান বিতরণ নয়, নতুন জ্ঞানেরও সৃষ্টিকরা। প্রথম কাজটি সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করা গেলেও দ্বিতীয় কাজটিতে আশানুরূপ সাফল্য অর্জিত হয়নি। উন্নত জাতি বিনির্মাণে শিক্ষার বিকল্প নেই, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণ ও এর সুবিধা সর্বত্র পৌঁছে দেয়া সরকারের দায়িত্ব। সে জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ দরকার। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়, সেটা কোনো অর্থেই বিনিয়োগ নয়। কাজেই বিনিয়োগের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

বর্তমানে উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সীমিত আকারে শ্রেণিকক্ষ উন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও গবেষণাগার সমৃদ্ধকরণের কাজ চলছে। তবে এর আওতা সম্প্রসারণ করে তরুণ শিক্ষকদের বুনিয়াদী ও পেশাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। ঢাকা ও ঢাকার বাইরে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে তারা যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হচ্ছে তখন এই বৈষম্যটি চোখে পড়ে। এসব বিষয় গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। অনেকে উচ্চতর গবেষণা শেষে সহায়ক পরিবেশ না পাওয়ায় অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগাতে পারেন না। দেশীয় শিল্পে আমাদের অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে উচ্চতর গবেষণার প্রায়োগিক দিক সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংযোগ বাড়ানো দরকার, যাতে অযথা বিদেশি বিশেষজ্ঞ দরকার না হয়। বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে শিক্ষা বিনিময় সংক্রান্ত বিষয়াদির আওতা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। এক্ষেত্রে সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকা আবশ্যক। মোদ্দাকথা, শিক্ষাই যদি জাতির মেরুদণ্ড হয়, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যদি দক্ষ মানবসম্পদ প্রয়োজন হয়, তবে সরকার তার নিজস্ব প্রয়োজনেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিনিয়োগ করবে। এটা চাওয়ার বিষয় নয়, রাষ্ট্রীয় অগ্রাধিকারের বিষয়।

● লেখক : শিক্ষক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ashadullah.bd@gmail.com